২। স্বনামপুরুষোধন্য

মঙ্গরাজ গরিবের ছেলে ছিলেন। শুনা যায় সাত বৎসর বয়সে তিনি অনাথ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পয়সার অভাবে বাপের শ্রাদ্ধশান্তি হয় নাই। ঘরের চালে খড় পড়ে নাই বলিয়া দেওয়াল ধসিয়া পড়ে। ইঁহার বাল্যজীবন, বিদ্যাশিক্ষা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা অতি বিচিত্র। জগতের কোনও বিখ্যাত লোকের জীবনচরিত অলৌকিক ঘটনাশূন্য নহে। সে সকল কথা লিখিতে গেলে ঢের কাগজ কলম ঢের সময় আবশ্যক। কিন্তু মিতব্যয়িতা যে একটি মহৎ গুণ এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষাগুরু মঙ্গরাজ মহাশয়। অর্থনীতি সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি। কাগজ বাজার হইতে কিনিয়া আনা সহজ, ব্যবহার করা বড় কঠিন। আমরা ঠিক ঠিক সব কথা লিখিয়া মঙ্গরাজীয় অর্থনীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। মঙ্গরাজের জমিদারির নাম ফতেপুর সরষণ্ড সদর, জমা পাঁচ হাজার, আটাইশ বাটি বাহেল লাখেরাজ, বাজেয়াপ্তি পনেরো বাটি সাতাশ মাণ। সাতাশ মাণ কেন? ইহার সাত মাণের শরিকদার জজ আদালতে আপিল দায়ের করা আছে। লোকে বলে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদে খাটিতেছে। বড় লোকের কথাও বড় শোনায় আমরা অনুমান করি পনেরো হাজারের বেশি নহে। মিথ্যা কথা বলা আমাদের ধর্ম নহে। ইনকম-ট্যাক্সের পেয়াদার নিকট হইতে এ কথা শুনিয়া বলিতেছি। ধান মহাজনির কাগজ বিশ বৎসর হইল রফা হয় নাই। ইহার সঠিক হিসাব দিতে আমরা অক্ষম। গেল বৎসর সুনিয়াতে * ধানের গোমস্তা যে খতিয়ান দাখিল করিয়াছিল তাহাতে মাথটের হিসাব হইতে আমরা জানিয়াছি যে দুই হাজার সাত ভরণ পনেরো নউতে ছয় বিশ্বা দুই কাণি ** ধান গোলায় মজুত আছে। ঘর পাঁচ মহল, তিন মহলে তিন পুত্র, এক মহলে কর্তাবাবু মাঠাকরুণ ও ছোট মেয়ে মালতী থাকেন, বাহির মহলে কাছারি। কাছারি বাড়িটি বেশ বড় আটচালা, তাহার দেওয়ালের মাথায় আড়া কাঠের গায়ে বাঘ, হাতি, বেড়াল, রাধাকৃষ্ণ, বানর খোদাই করা আছে। চারিদিকের দেওয়ালে শ্বেত, নীল, রক্ত, হরিৎ, পাটল বিবিধ রঙে পদ্ম কহ্লার, কুমুদ, মালতী, পুষ্পমালা, বানরযূথ, রাক্ষসশ্রেণী সংবলিত রামরাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা সকল অঙ্কিত রহিয়াছে।

রাজপুতানার কোনও স্থানে একটি উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া টড্ সাহেব অনুমান করিয়াছেন পূর্বকালে ভারতের অঙ্গনাগণ উলঙ্গ ছিলেন। হা কপাল! আমরা মঙ্গরাজের দেওয়ালের চিত্র দেখাইয়া সাহেবের মূর্খতা দূর করিতে পারিলাম না। দেওয়ালের গায়ে আঁকা সখীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত রাধিকার গেরুয়ারঙের উপর হাঁড়ির কালির বুটিদার ঘাগরা দেখিলে অবশ্য সাহেবের মূর্খতা ও ভ্রান্তি বিদূরিত হইত। এই সমস্ত চিত্র আঁকিবার জন্য বাহির হইতে চিত্রকর আনাইবার আবশ্যক হয় নাই। সমস্ত কাজ চম্পার স্বহস্ত সম্পাদিত। চম্পা এত

* সুনিয়া। ওড়িশার জমিদারি বৎসরান্ত ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী।

** ধান ইত্যাদির মাপ। ৪ কাণি = ১বিশ্বা; ১৬বিশ্বা = ১ গউনী বা নউতি।
৮০ গউনী = ১ ভরণ।

রকম পশুর ছবি আঁকিতে পারে যে তেমন পশু কলিকাতার চিড়িয়াখানায় তুমি খুঁজিয়া পাইবে না।

মঙ্গরাজের বাড়ির লাগাও পিছনে একটি বড় বাগান, খিড়কির দুয়ারের কাছে বড় এক পুকুর, পুকুরের চারিদিকে নারিকেল গাছ, তার পিছনে আম, কলা, কাঁঠাল, চালতার বাগান। বাগানের চারিপাশে সোনাখাই বাঁশঝাড়ের বেড়া প্রাচীরের মতো বেড়িয়া রহিয়াছে। মঙ্গরাজের ন্যায় নিঃস্বার্থ লোক সংসারে অল্পই দেখা যায়। তাঁর সব কাজ পরোপকারের জন্য। কর্তাবাবুর এই বড় বাগানটি গোবিন্দপুর হাটের স্থিতি ও উন্নতির মূলাধার। বাগানের নারিকেল, কলা, বেগুন, কুমড়া, খাড়া হইতে কাঁচা লঙ্কা পর্যন্ত হাটে না গেলে হাটের এত নামডাক শুনিতে না। কর্তাবাবুর বাগানের আনাজ বেচা শেষ না হইলে আর কাহারও বেচিবার অধিকার নাই। সে তো ঠিক কথা! ভাল জিনিসগুলা পড়িয়া থাকিবে, খারাপ জিনিস আগে বিক্রয় হইবে ইহা তো উচিত নহে।

হাট যে নিজের জমিদারির মধ্যে, অন্য লোকের জমিদারিতে হইলে অন্য কথা। সুনিয়া ও পালাপার্বণে যে সকল কুমড়া বেগুন কলা ভেট আসে সে সকল সিধা হাটে চলিয়া যায়। চীনদেশের প্রাচীর তৈয়ারি হইবার পর সম্রাট দেশের সমস্ত ইতিহাস লেখকদিগকে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন; কারণ প্রাচীরের জন্য কত টাকা খরচ হইল পাছে তাহারা লিখিয়া ফেলে। ইহাতে আমরা সম্রাটকে নিরহংকারী পুরুষ বলিয়া থাকি। মহৎ লোকেরা মহৎ কার্য সাধন করিয়া তাহাতে কত টাকা খরচ হইল বলিয়া বেড়ান না। মঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, আপনার ইমারত করিতে কত টাকা লাগিল? উত্তর: 'বহু টাকা, বহু টাকা, আমিতো ওতেই ফতুর হয়ে গেলাম।' পাঠক নিরাশ হইবেন না, অধীর হইবেন না।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাবলে সকল পুরাতন কথার হদিস পাওয়া যায়। নয় শত বৎসর পরে একজন সাহেব আসিয়া পুরীর মন্দির তৈয়ারিতে কত টাকা খরচ হইয়াছিল তাহা হিসাব করিয়া তালিকা দেখাইয়া দিলেন। মঙ্গরাজের নটে শাক বিক্রির হিসাব পর্যন্ত লেখা রহিয়াছে, বাড়ি তৈয়ারির খরচের কি হিসাব মিলিবে না? দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধের মতো শ্রাদ্ধ ভারতবর্ষে কেহ করে নাই; করিবে না। বাংলার সমস্ত জেলার কলেক্টর সাহেব চাল, ডাল, ময়দা, তেল, ঘি, নারিকেল, কদলী কিনিয়া পাঠাইবেন বলিয়া বড়লাট সাহেব তাঁহাদের উপর হুকুম জারি করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রাজা শিবচন্দ্রর সেইরূপ মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় খরচের ফর্দ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ কেবল গাঁজা, আফিম, তামাক-পাতার খরচের ফর্দ পাঠাইয়া দিয়া সেই অনুপাতে সমস্ত খরচ কষিতে সংকেত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল জিনিস খরিদ করিতে বাহাত্তর হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল।

নগদ ক্রয় ছাড়া সকল জমিদার বেগার অনেক জিনিস পাঠাইয়াছিলেন। আমরা বাড়ি তৈয়ারির একটি হিসাব দিয়াছি, বুদ্ধিমান পাঠকগণ তাহা ধরিয়া মোট খরচ অনুমান করিতে পারিবেন। ধানের হিসাবের খতিয়ান হইতে আমরা ঠিক হিসাব পাইয়াছি। ছুতার,

কামার ও অন্যান্য বেগারখাটার লোকের পিছনে পনের ভরণ বাইশ নউতি ধান খরচ পড়িয়াছিল।

মঙ্গরাজের মুখ হইতে অনেকবার শুনা গিয়াছে, তিনি কেবল পরের দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধান ও টাকা কর্জ দেন, নহিলে তাহাতে তাঁহার নিজের লাভ কিছু নাই। আমরা বলি, বরঞ্চ লোকসান। ধান দেড়া সুদের বেশি কর্জ নাই। ইহাতে লাভ কি? দেন শুকনা পুরানো ধান, লইবার বেলা নূতন কাঁচা! আচ্ছা পাঠক মহাশয়, আপনার ভিজা কাপড়টা আগে ওজন করুন, দেখিবেন ভিজা ও শুকনার কত প্রভেদ! গেল বৎসর খতিয়ানদার যে সালতামামি দাখিল করিয়াছিল তাহাতে মহাজনিখাতে আট টাকা ছয় আনা দুই কড়া দুই ক্রান্তি ছাড় দেওয়ার কথা হিসাবে লেখা রহিয়াছে দেখা গেল। এতগুলি টাকা ছাড় দেওয়ার দরুন গালি খাইয়া খতিয়ানদার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিল তাহার সারমর্ম এইরূপ: ভিকারী পণ্ডা কর্জ লইবার মূল পাঁচ টাকা তাহাতে সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বারো টাকা পাঁচ আনা এগার গণ্ডা দুই কড়া, মবলগ ও আদায় সতের টাকা পাঁচ আনা দুই পয়সা বাদে বাকি ছাড় দেড় গণ্ডা।